সময়

নির্মল কর

এমন পিক আওয়ারে কী করে একটা গেঁয়ো মেয়ে আলটপকা এই ঝাঁ-চকচকে অফিসে ঢুকে পড়ল সেটাই ভেবে পেল না মার্কেটিং ম্যানেজার নীলাঞ্জন রে। একটু পরেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে একজিকিউটিভ মিটিং। সমস্ত মন মগজ রিফ্লেক্স তৈরি রাখতে হচ্ছে। দেখে নিতে হচ্ছে মিটিং-এর কাগজপত্র।

ঠিক এই সময়ে ফ্ল্যাশডোর ঠেলে মেয়েটা ঘরে ঢুকল। আর ঢুকেই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, এক পা-ও এগোতে সাহস পেল না। নীলাঞ্জন অবাক। —ইয়েস!

অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছে মেয়েটা। মুখে কথা সরছে না। শেষে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'নীলাঞ্জন রে!'

—আমি। বাট হাউ য়ু ম্যানেজড্ টু কাম হিয়ার? কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ছিল না! নিলাঞ্জন অত্যন্ত বিরক্ত। রিসেপশনে কেন যে একে আটকায়নি!

—কী ব্যাপার বলুন তো?

মুখে কোনও কথা নেই। বোবায় ধরল নাকি মেয়েটাকে! তার পরনে সাদা তাঁতের শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। বগলে একটা সস্তা ভ্যানিটি ব্যাগ। মুখে ঘাম, চোখে ভয়। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো আধময়লা সাদা রুমাল। নীলাঞ্জন ফের বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ' দেখুন, এখন আপনার সঙ্গে কথা বলার আমার সময় নেই। এক্ষুনি আমাকে এটকা জরুরি মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে। তেমন দরকার হলে পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন। সরি!"

এতক্ষণ বোধহয় মেয়েটার ভীরু চোখের পলক পড়েনি। শুধু দুচোখ ভরে নীলাঞ্জনকে দেখছিল। মনে হয় এবার তাঁর কথাটা মগজে ঢুকল। মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর পেছন ফিরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

বিরক্ত নীলাঞ্জন এগিয়ে এসে ক্ষিপ্র হাতে নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন।

মেয়েটা এবার খুব কাছাকাছি দূরত্ব থেকে ফের একপলক নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। দরজাটা আপনা থেকে লক হয়ে গেল।

নীলাঞ্জন ফোন তুলে রিসেপশনে ধমকালেন, 'এইমাত্র একটা আনকল্ড ফর মেয়ে কী করে ঢুকে পড়ল আমার চেম্বারে? কোথায় ছিলেন আপনি?'

রিসেপশন সদুত্তর দিতে পারল না। নীলাঞ্জন রাগের হাতে ফোন রেখে দিয়ে কাজে মন দিলেন। আগন্তুক মেয়েটার কথা ভুলে গেলেন। মনে পড়ল রাতে, যখন গাড়ি চালিয়ে কোয়ার্টারে ফিরছিলেন।

দুর্গাপুরের রাস্তাঘাট এ-সময়ে নির্জন এবং ফাঁকা। নীলাঞ্জন কোয়ার্টারে ফিরছে তার বাংলোয়। তিনি একা থাকেন। সে তাঁর পি এ কাম কুক। মা-বাবা ভাই-বোন থাকেন কলকাতায়। আর আছে রিমা, যার সঙ্গে রোমাঞ্চ চলছে। সামনের বছর বিয়ে তাদের। রিমা যাদবপুর ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। এটাই ফাইনাল ইয়ার।

গাড়ি চলতে চলতে নীলাঞ্জন কি কোনো বুনো গন্ধ পেলেন? আর সেইসঙ্গে কে জানে কেন মেয়েটার কথা মনে পড়ছে! গাড়ি গ্যারেজ করে পোশাক পালটে বাথরুমে ঢুকল নীলাঞ্জন। যা গরম পড়েছে। ডাইনিং-এ খাবার সার্ভ করতে করতে শিবেশ্বর বলল, 'স্যার, আপনি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা মেয়ে এসেছিল।'

— কে মেয়ে?

—নাম বলেনি। আপনার খোঁজ করছিল। আমি বলেছি, বাবু অফিসে।

—সাদা শাড়ি পরা?

—হ্যাঁ, স্যার।

নীলাঞ্জন বিরক্ত হল। এই মেয়েটাই অফিসে হানা দিয়েছিল! কী চায় কে জানে! হয়তো চাকরির খোঁজে এসেছিল। চাকরি কী ছেলের হাতের মোয়া

যে চাইলেই পাওয়া যায়! নীলাঞ্জন খাওয়া সেরে যথারীতি একটা ইংরেজি পেপারব্যাক নিয়ে শুতে গেলেন। বারোটা নাগাদ আলো নিবিয়ে চোখ বুজলেন। ঘুমোবার আগে রোজ রিমার কথা চিন্তা করেন। রিমা আবেগহীন ঠান্ডা প্রকৃতির মেয়ে, প্রেম-টেম হয়নি ওর সঙ্গে, ভাবী স্ত্রী হিসেবে বেছে রেখেছিল নীলাঞ্জনের বোন ঝুনু। রিমা ঝুনুর বান্ধবী। বাড়িতে ডেকে এনে একদিন দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রিমার কথা ভাবতে ভাবতে ওকে বিছানায় নীলাঞ্জনের কল্পিত স্ত্রীর মূর্তিতে নিয়ে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ রিমার কথা ভাবতে গিয়ে রিমা এল না, সাদা খোলের শাড়ি পরা করুণ মুখের মেয়েটার কথাই মনে এল। কিন্তু কে এই মেয়েটা? কেন এসেছিল? চাকরি ওকে দিতে পারবে না নীলঞ্জন। কারণ সমস্ত রিক্রুটমেন্ট দিল্লির কর্পোরেট অফিস অর্গানাইজ করে। টাফ কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় গেঁয়ো মেয়েটা কি টিকতে পারবে? সে বাড়িতে এসেছিল, তারপর অফিসে গিয়েছিল। এখান থেকে অফিসের দূরত্ব অনেক। অতটা পথ সে হেঁটে গিয়েছিল? তাই ওকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছিল! নীলাঞ্জন রিমার বদলে উটকো মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে জাপানে গ্রিন কফি এক্সপোর্টের ব্যাপারে কিছু ফরেন ডেলিগেট নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন নীলাঞ্জন। ইস্ট ইউরোপের একটা ব্রাঞ্চ অফিসে ট্যুরও সেরে আসতে হয়েছে।

একদিন সকালে নীলাঞ্জন প্রাত্যহিক হালকা-ব্যায়াম সেরে নিচ্ছিলেন। শিবেশ্বর এসে বলল, 'স্যার, সেই মেয়েটা আবার এসেছে।'

—কী চায় জিজ্ঞেস কর।

—মনে হয় অনেক দূর থেকে এসেছে। বড্ড কাহিল দেখাচ্ছিল বলে বাইরের ঘরে বসিয়েছি।

— তোমার দয়ার শরীর!

শিবেশ্বর কী বুঝল কে জানে, সে চলে গেল।

নীলাঞ্জন স্নান সেরে একেবারে অফিসের পোশাক পরে বাইরের ঘরে এসে দেখলেন, সেদিনের সেই মেয়েটি বসে। সমস্ত শরীরে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। আজও সেই সাদাখোলের শাড়ি। মুখে ঘামতেল। দরজার দিকে মুখ করে আনমনে বসে। নীলাঞ্জন আড়াল থেকে দেখল, সকালের আলোয় ভারী ভালো দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। সাজগোজ নেই, ক্লান্ত তবু খুব কমনীয় একটা শ্রী সহজেই নজর কেড়ে নেয়। গলায় একটা হালকা শব্দ করে ঢুকতেই মেয়েটা চমকে উঠে দাঁড়াল। —কী চাই বলুন তো!

ফের বুঝি মেয়েটিকে বোবায় ধরল। সে নীলাঞ্জনের দিকে ভীরু চোখে অভিভূতের মতো চেয়ে রইল। —আমার হাতে কিন্তু সময় নেই।

মেয়েটা ক্ষীণস্বরে বলল, 'আমি একটা দরকারে এসেছিলাম।'

—কীসের দরকার বলুন? চাকরির কথা বললে কিছুই করা যাবে না।

মেয়েটা হতাশ দৃষ্টি তুলে নত মুখে বলল, 'না, চাকরি নয়।'

—চাকরি নয়? তাহলে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আজ থাক, আপনার তো সময় নেই।'

— তেমন জরুরি দরকার থাকলে...

জবাব দিল না মেয়েটা। কাঁপা হাতে চেয়ার থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আসি।'

—কিন্তু এসেছিলেন কেন সেটাই তো বললেন না!

অস্ফুট স্বরে বলল, 'আজ থাক।'

নীলাঞ্জন বিরক্ত হলেন। মেয়েটা লঘুপায়ে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে একবারও মেয়েটার কথা মনে পড়ল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাতে শোবার সময় ঠিক মনে পড়ল। নীলাঞ্জনের শ্বাস গাঢ় হল। খুব গরম লাগছে, তাই রাতটা ছটফট করেই কাটল। ভালো ঘুম হল না।

সকালে ব্রেকফাস্টে বসে শিবেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন নীলাঞ্জন, 'কাল যে মেয়েটা এসেছিল তার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?'

—হ্যাঁ, রাণু না কী যেন একটা নাম বলেছিল।

— কেন এসেছিল বলল?

—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওরা এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে এক গ্রামে থাকে। মেয়েটার বাবা একসময়ে কলকাতার এক নামি স্কুলে পড়াতেন। আপিন নাকি তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন।

— কী নাম তাঁর?

—জিজ্ঞেস করিনি। করে লাভই বা কী? আপনার সময় কোথায় যে দেখতে যাবেন! বরং নামটা শুনলে মনে মনে ছকফট করবেন। দরকার কী? শুধু দেখতে চেয়েছেন তা না-ও হতে পারে। সাহায্য চাইতে পারেন। মেয়ের জন্যে চাকরিও চাইতে পারেন।

নীলাঞ্জন উঠে গেলেন।

আর কখনও আসেনি মেয়েটা।

বছরখানেক পর মেয়েটার সঙ্গে ফের দেখা হলে নীলাঞ্জন আপাদমস্তক চমকে উঠলেন। তাঁর সমান-র‍্যাঙ্কের একজন অফিসারের বিয়ের রিসেপশনে গিয়ে ঘটনাটা ঘটল। কনে সেদিনের অবহেলিত রাণু নামের সেই মেয়েটা। কী দারুণ দেখাচ্ছে ঝলমলে সাজে? চোখে চোখ পড়তে স্থবির হয়ে গেলেন নীলাঞ্জন। রিমা কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, অমন রিজিড হয়ে গেলে কেন?'

নীলাঞ্জন এর কোনোও জবাব দিতে পারলেন না।

তারপর রাণুর সঙ্গে দেখা হতে লাগল ক্লাবে, পার্টিতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

—শুনুন আপনি... কে বলুন তো? কেন যে এসেছিলেন আমার কাছে?

রাণু মিষ্টি করে হেসে বলল, 'শুনে আর লাভ কী বলুন! যা হয়ে গেছে, গেছে!'

—আচ্ছা আপনার বাবার নাম কী?

— জেনে লাভ নেই। আপনার মনে পড়বে না।

প্রতিরাতে নীলাঞ্জন ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ছটফট করেন সারারাত। রিমার পাশে শুয়েও রাণুর উপস্থিতি অনুভব করেন। যার কোনো কথাই শুনতে চায়নি, সেই গেঁয়ো মেয়েটা কোন্ ফাঁকে অবলীলায় ঢুকে পড়েছে এই ঝাঁ-চকচকে সভ্য সমাজে। রাণুর চোখে এলিট সমাজের সব ফাঁকি ধরা পড়ে গিয়েছে।

নীলাঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। তারপর এক ধরনের জ্বালা নিয়ে রিমাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। রিমা সেটাকে ভালোবাসার অত্যাচার মনে করে ককিয়ে ওঠে—ছাড়ো, ছাড়োতো। ঘুমোতে দাও, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।